BGMEA

সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/১৪৮

তারিখঃ ০৯ জুন, ২০২৬

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ 'গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিম'।

সূত্রঃ এসএফডি সার্কুলার নংঃ ০৩, ০৮ জুন ২০২৬

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের আর্থিক খাতের বিনিয়োগ পরিবেশবান্ধব করার নিমিত্ত গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি খাতে পুনঃঅর্থায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার স্কিম গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সূত্রোক্ত সার্কুলারটি জারী করা হয়েছে যার সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সারসংক্ষেপঃ

তহবিলের বিবরণ ও উদ্দেশ্যঃ

- স্কিমের নাম: গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিম।
- আকার ও উৎস: ১,০০০ কোটি টাকা (আবর্তনশীল), যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে গঠিত।
- মূল উদ্দেশ্য: গ্রিন ফ্যাক্টরি এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পণ্য ও প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো।

আর্থিক ও ঋণের শর্তাবলিঃ

- সুদের হার: বাংলাদেশ ব্যাংক PFI (অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান) থেকে ২% সুদ নেবে এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সুদের হার হবে ৫% ।
- ঋণের মেয়াদ: ৩ থেকে ১০ বছর, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ১ বছর গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা থাকবে ।
- ঋণের ধরন: এটি কেবল মেয়াদি ঋণ বা বিনিয়োগ (Term Loan) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।
- ঋণ-মূলধন অনুপাত (Debt/Investment-Equity): প্রকল্পের ন্যূনতম ঋণ-মূলধন অনুপাত ৭০:৩০ হতে হবে।

যোগ্যতা ও সীমাঃ

- PFI-এর যোগ্যতা: রাষ্ট্রমালিকানাধীন সব ব্যাংক এবং বেসরকারি/বিদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ ১০% এর কম হতে হবে ।
- গ্রাহকের যোগ্যতা: কোনো খেলাপি গ্রাহক এই সুবিধা পাবেন না ।
- ঋণের সর্বোচ্চ সীমা: একজন একক গ্রাহক এই তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন।

আবেদন ও প্রত্যয়ন প্রক্রিয়াঃ

- সফটওয়্যার: PFI-কে অবশ্যই E-Refinance Software-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
- গ্রিন সার্টিফিকেট: আবেদনকৃত প্রকল্পটি গ্রিন-এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
- প্রাক-পরিদর্শন: ঋণ অনুমোদনের আগে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন করবে।

আদায় ও তদারকিঃ

- পদ্ধতি: সুদের কিস্তি 'Fixed Principal Method' অনুযায়ী প্রতি ত্রৈমাসিকে PFI-এর চলতি হিসাব থেকে কেটে নেওয়া হবে ।
- লুকানো চার্জ: গ্রাহকের ওপর কোনো হিডেন এক্সপেন্সেস বা অতিরিক্ত ফি আরোপ করা যাবে না ।

CamScanner

বর্ণিত সার্কুলারে উল্লেখিত প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা ।
- ৩-১০ বছরের দীর্ঘ পরিশোধকাল সুবিধা ।
- সর্বোচ্চ ১ বছরের গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা ।
- গ্রিন কারখানা নির্মাণে বড় অর্থায়নের সুযোগ ।
- আগাম ঋণ পরিশোধে অতিরিক্ত চার্জ নেই ।
- কোনো Hidden Charge বা অতিরিক্ত ফি নেই ।
- পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নকে সরাসরি উৎসাহ প্রদান ।

আপনাদের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য সার্কুলারটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

CamScanner

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

এসএফডি সার্কুলার নং: ০৩

তারিখ: ০৮ জুন ২০২৬ / ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি।

প্রিয় মহোদয়,

‘গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কিম’।

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা যেমন Perspective Plan of Bangladesh, National Sustainable Development Strategy, Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), Bangladesh Delta Plan 2100 এবং Sustainable Development Goals (SDGs) বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণীত টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা ২০২০ এর আলোকে পরিবেশবান্ধব পণ্য, প্রকল্প ও উদ্যোগে অর্থায়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম চালু রয়েছে। এই স্কিমের আওতায় মোট ৭০টি পরিবেশবান্ধব পণ্য ও প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের আর্থিক খাতের বিনিয়োগ পরিবেশবান্ধব করার নিমিত্ত গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি খাতে অর্থায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার স্কিম গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা নিম্নরূপ:

১। স্কিমের আকার: ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা (আবর্তনশীল)।
২। তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস।
৩। পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার মেয়াদ: ৩-১০ বছর।এ পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা মঞ্জুরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে, যা কোনভাবেই ১ (এক) বছরের বেশি হবে না।
৪। তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য: পরিবেশবান্ধব পণ্য/প্রকল্প/উদ্যোগে অর্থায়নকে ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত খাতে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান:

৪.১। Establishment of Green Industry
৪.২। Establishment of Green Factory Building

৫। অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Participatory Financial Institution-PFI): এ স্কিম এর আওতায় পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি (PFI) বাংলাদেশ ব্যাংকের (পরিচালক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা) সাথে অংশগ্রহণকারী চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ Participating Financial Institution বা PFI হিসেবে গণ্য হবে। এ তহবিলের আওতায় সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ সকল PFI-কে পরিপালন করতে হবে।

৬। সুদ/মুনাফা হার:

৬.১। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক PFI হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার ২% এবং
৬.২। PFI কর্তৃক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৫%।

৭। পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার ধরন:

এ স্কিম এর আওতায় ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পণ্য/প্রকল্প/উদ্যোগে কেবল মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ (Term Loan/Investment) এর বিপরীতে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে।

৮। পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা:

৮.১। PFI পর্যায়ে:

(ক) সকল রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি আলোচ্য পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ প্রদান করতে পারবে;

(খ) বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের (Classified Loan/Investment) হার ১০% এর কম হতে হবে। তবে গ্রাহকের Performance বিবেচনায় কেইস টু কেইস ভিত্তিতে এই সীমা সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিবেচনা করা হতে পারে;

(গ) একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা বিষয়ে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (সংশোধিত ২০২৩)-এ বর্ণিত নির্দেশনাসহ বিআরপিডি সার্কুলার নং:০১/২০২২ বা এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঘ) ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচন, সুবিধা মঞ্জুর ও বিতরণ, এ বিষয়ক দলিলাদি সম্পাদন, ঋণ/বিনিয়োগের অর্থের সদ্ব্যবহার, ঋণ/বিনিয়োগ পরবর্তী তদারকির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ নীতিমালা ও ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স পলিসি, Guidelines on Environmental and Social Risk Management (ESRM) for Banks and Finance Companies, Guideline on Climate Risk Management for Banks and Finance Companies এবং Guideline on Sustainability and Climate-related Financial Disclosure এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে যথাযথ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে।

৮.২। গ্রাহক পর্যায়ে:

(ক) খেলাপি গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার আবেদন বিবেচ্য হবে না। PFI কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার আবেদন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ CIB রিপোর্ট সংগ্রহ ও ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা খেলাপি নয় মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

(খ) এ স্কিম এর আওতাধীন পণ্য/প্রকল্প/উদ্যোগসমূহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রকল্প বিবেচনায় (আর্থিক বিবরণীর ভিত্তিতে) গ্রাহকের Equity Contribution এর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। PFI সমূহ তাদের বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন অনুপাত নির্ধারণ করবে। তবে, প্রকল্পের ঋণ/বিনিয়োগ-মূলধন (Debt/Investment-Equity) অনুপাত ন্যূনতম ৭০:৩০ হতে হবে, অর্থাৎ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী মোট সম্পদ বা দায়ের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মূলধন হিসেবে থাকতে হবে;

(গ) পুনঃ অর্থায়নের সর্বোচ্চ সীমা PFI কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের/বিনিয়োগের সমপরিমাণ হবে। তবে কোনো একক গ্রাহক এ তহবিলের আওতায় সর্বোচ্চ ১০০.০০(একশত) কোটি টাকা পর্যন্ত পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবে। পুনঃ অর্থায়নের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

৯। দালিলিক চেকলিস্ট:

৯.১। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পুনঃ অর্থায়নের জন্য আবেদনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত দলিলাদি দাখিল করতে হবে:

ক. পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ বিষয়ে গ্রাহকের পত্র;

খ. গ্রাহকের হালনাগাদ CIB রিপোর্ট;

গ. এ তহবিল হতে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের নিমিত্ত গ্রাহকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের মঞ্জুরিপত্রের কপি;

ঘ. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রোফাইল;

ঙ. ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের হালনাগাদ বিবরণী;

চ. আবেদনকৃত প্রকল্পটি গ্রিন এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট;

ছ. ESDD চেকলিস্ট;

জ. এসএফডি সার্কুলার লেটার নং: ০১/২০২৩- এ বর্ণিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও দলিলাদি; এবং

৯.২। পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে পুনঃ অর্থায়ন অনুমোদনের পর PFI কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত Demand Promissory Note, Letter of Continuity এবং Letter of Debit Authority দাখিল করতে হবে।

১০। পুনঃ অর্থায়নের আবেদন প্রক্রিয়া:

১০.১। PFI কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিংবা তাঁর মনোনীত এক স্তর নিচের কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র এ সার্কুলার এর সংযোজনী-১ এবং ৯.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দলিলাদি সহকারে পরিচালক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর দাখিল করতে হবে;

১০.২। PFI কর্তৃক E-Refinance Software –এ আবেদন দাখিল করতে হবে;

১০.৩। গ্রিন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং/গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত কোন সরকারি নির্দেশনা/পরিপত্র জারি না হওয়ায় সাময়িকভাবে Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)/ Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)/ Building Energy Efficiency & Environment Rating (BEEER) অথবা Green, Affordable, and Resilience Certification for Habitats (GreenARCH) কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রি-সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর আবেদন করতে হবে। বিদেশি প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় সহযোগিতা (Local Collaboration) নিশ্চিত করতে হবে;

১০.৪। সংশ্লিষ্ট পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা অনুমোদনের পূর্বে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রাক-পরিদর্শন করা হবে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, দাখিলকৃত আবেদন ও তৎসংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা সাপেক্ষে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধার সীমা নির্ধারণ করা হবে।

১১। পুনঃ অর্থায়ন আদায় প্রক্রিয়াঃ

১১.১। পুনঃ অর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ ছাড়করণের তারিখ থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিশোধসূচি অনুযায়ী সুদ/মুনাফাসহ আদায়যোগ্য হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট PFI এর চলতি হিসাব হতে কর্তন করে নেওয়া হবে;

১১.২। গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হলে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা বাতিল মর্মে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট PFI-কে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে তার চলতি হিসাব হতে অবশিষ্ট আসল সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এককালীন কর্তন করে নেওয়া হবে;

১১.৩। পরিশোধসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে PFI সমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তাদের চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল/স্থিতি সংরক্ষণ করতে হবে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে বা কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ না থাকলে পরবর্তীতে PFI হতে **আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার+ব্যাংক হার** আরোপপূর্বক সংশ্লিষ্ট কিস্তি আদায় করা হবে।

১২। পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হিসাবায়নঃ

১২.১। এ স্কিম এর আওতায় পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা মঞ্জুরের শর্তানুযায়ী সুদ/মুনাফাসহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে Fixed Principal Method অনুসরণপূর্বক আদায়যোগ্য হবে। অনুরূপভাবে, এ সংশ্লিষ্ট ঋণের/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফাসহ সমুদয় অর্থ গ্রাহক কর্তৃক Fixed Principal Method এ পরিশোধযোগ্য হবে;

১২.২। গ্রাহক পর্যায়ে পরিশোধ্য কিস্তি হিসাবায়নে এ সার্কুলার এর অনুচ্ছেদ ৬-এ বর্ণিত সুদ/মুনাফা হার ব্যতীত কোনো ধরনের Hidden Expenses বা অন্য কোন ধরনের চার্জ/ফি/সুদ/মুনাফা আরোপ করা যাবে না। তবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত/ধার্যকৃত শুল্ক/কর আদায়যোগ্য হবে;

১২.৩। পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা মঞ্জুর করা হলে এ সুবিধা প্রাপ্তির পর গ্রাহক পর্যায়ে অবশিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সময়কাল এবং PFI পর্যায়ে পুনঃ অর্থায়নকৃত অর্থ পরিশোধের সময়কাল পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে হিসাবায়ন হবে;

১২.৪। পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে সমন্বয় করা হলে সংশ্লিষ্ট PFI কর্তৃক বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করত তা এককালীন পরিশোধ করতে হবে। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়ের জন্য গ্রাহক পর্যায়ে কোনো প্রকার অতিরিক্ত চার্জ/ফি আরোপ করা যাবে না;

১২.৫। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃ অর্থায়নের দায় পরিশোধকে কোনোভাবেই সম্পর্কিত করা যাবে না।

১৩। পুনঃ অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহঃ

১৩.১। PFI কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থের হালনাগাদ বিবরণী (ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত forwarding letter সহ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংযোজনী-২ অনুসারে প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিচালক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর দাখিল করতে হবে। যেসকল PFI কোন ত্রৈমাসে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি তারা সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে 'NIL' বিবরণী দাখিল করবে। পুনঃ অর্থায়নকৃত ঋণের/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহারের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীয় বিবেচনায় বা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যেকোনো সময় সরেজমিন পরিদর্শন করতে পারে;

১৩.২। পুনঃ অর্থায়নকৃত অর্থ সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে PFI কর্তৃক দাখিল করা না হলে অথবা কোনো ভুল তথ্য প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ও জরিমানা আরোপ করা হবে;

১৩.৩। নিম্নবর্ণিত অবস্থার অবতারণা হলে অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে PFI কে পুনঃ অর্থায়নকৃত অর্থ সুদ/মুনাফা/চার্জ (PFI হতে আদায়যোগ্য সুদ/মুনাফার হার+ব্যাংক হার) সহ এককালীন ফেরত প্রদান করতে হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২, ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ (২০২৩ সালে সংশোধিত) ও ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে পুনঃ অর্থায়নকৃত ঋণের/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদ্‌ঘাটিত হলে এবং

(খ) পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব বিরূপভাবে শ্রেণিকৃত হওয়ার পরও বাংলাদেশ ব্যাংককে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা না হলে।

১৩.৪। PFI সমূহ পুনঃ অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহে সহজে দৃষ্টিগোচরযোগ্য স্থানে প্রদর্শন করবে।

১৪। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের/বিনিয়োগের তদারকি ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণঃ

১৪.১। বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মাচারের পরিপালন নিশ্চিতকরণ, গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের/বিনিয়োগের সকল ঝুঁকি ও ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট PFI'র উপর ন্যস্ত থাকবে;

১৪.২। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA), Directorate General of Health Services, Office of The Chief Inspector of Boilers ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত প্রযোজ্য সকল নির্দেশনার পরিপালন ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে।

১৫। এ সার্কুলার এর সংযোজনীসমূহ (সংযোজনী ১ এবং ২) সার্কুলার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মর্মে গণ্য হবে।

১৬। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিনিয়োগ করতে পারবে।

১৭। এ পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এর শর্তাদি বা তহবিলের বিষয়ে যে কোনো সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১৮। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০২৩ সালে সংশোধিত) এর ৪৫ ধারা এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৪১ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ সার্কুলার জারি করা হলো; যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী লিয়াকত আলী)
পরিচালক (এসএফডি)
ফোন: ৯৫৩০৩২০